International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-I, January 2021, Page No. 52-57
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

রবীন্দ্র ভাবনায় জাতীয়তাবাদ ও তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

দেবশ্রী দে
শিক্ষিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ , সুশীল কর কলেজ , চাম্পাহাটি , দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

Abstract

Rabindranath Tagore was one of the renowned philosophers and thinkers who sought to trace the substantial meaning of nation and nationalism in the twentieth century. He stood against the trend of nationalist thought and movement. He explained the nation and human society in a different way in his contemporary time.Unlike others, he did not consider the nationalist movement as the only way to emancipate the country from colonial rule. But it does not mean that he was not a patriot. Rather, he tried to incite the people to build up a collective self-power (atmashakti) instead of nation. He staunchly opposed to narrow sentiment of nationalism, aggressiveness and gruesomeness of power. He drew the attention on universalism instead of cheap nationalist ideology. He strongly pleaded in favour of amalgamation of east and west. Actually he believed on society and human relation. We can assert that Tagore's philosophy stands for internationalism and humanism. The objective of this article is to elucidate how the poet emphasised on the integrated society and humanity. Finally, the conclusion attempts to explain how the poet's universal spirit is so significant to the today's politics and society.

Keywords: Nation, Self-power, Community, Society, Western civilisation, Humanity, Universalism, Internationalism.

সমাজ ও রাজনীতিতে জাতি ও জাতীয়তাবাদ একটি ঐতিহাসিক ও বিতর্কিত চর্চা। সাধারণ অর্থে যখন কোন জনসম্প্রদায় কল্পনা ও ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সংগঠিত হয়, তাকেই জাতি বলা হয় । জাতি সম্পূর্ণ ভাবে যান্ত্রিক উদ্দেশ্যে সংগঠিত। কোন জনসমাজ তখনই ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে ওঠে যখন তাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার উদ্দেশ্যে পরিচালনা করা হয় । তার দ্বারাই এইরূপ জনসমাজ নিজেকে ক্ষমতাবান ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে । বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রের কাছে তাদের জাতীয় স্বার্থ অধিক গুরুত্ব পায়। সেই জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে রাষ্ট্রনীতির বিষয়সূচীতে সবসময় ন্যায় অন্যায়ের বিচারবোধ স্থান পায়না। পরিবর্তে স্থান পায় পারস্পরিক ঈর্ষা, ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অস্থির সময়ে জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও কর্মসূচী সাধারণ মানুষকে ঘর থেকে বাইরে এনেছিল এবং সেই আদর্শে দীক্ষিত করেছিল। ভারতীয় ইতিহাসের এমন এক সময়কালের মহান ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচলিত চিন্তাধারার বাইরে গিয়ে জাতি ও জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতি সম্পর্কিত চিন্তা কোন নির্দিষ্ট বাঁধা ছকে ব্যক্ত হয়নি। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভাবনারও পরিবর্তন হয়েছে ,কিন্তু চিরকালই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা ও দর্শনে একতা ও মানবতা স্থান পেয়েছে। কখনও তিনি লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার বিরুদ্ধে সরব

হয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একতার সুতো বেঁধে দিয়েছিলেন , আবার কখনও তিনি বিভেদ সৃষ্টিকারী সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী আদর্শের তীব্র নিন্দা করে বিশ্বমানবতা ও আন্তর্জাতিক ঐক্যবোধের জয়গান গেয়েছেন। তিনি 'নেশন' এর পরিবর্তে সমাজ ও সামাজিক ঐক্যকে একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে জাতির ধারনা পশ্চিমী ও সম্পূর্ণ ভাবে আধুনিক । সেইসঙ্গে তিনি একে যান্ত্রিক ও রাজনৈতিক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। জাতির মূল উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে সমাজের অভ্যন্তরে আত্মনির্ধারণ এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অপরের ওপর বলপ্রয়োগের প্রচেষ্টা। কবি বলেছিলেন যে কোন সমাজ যখন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং অপরের ওপর বলপ্রয়োগ শুরু করে তখন তা মানবজাতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারন তখন মানুষ ক্ষমতাকেই অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে ও আধুনিক হওয়ার চরম নেশায় মত্ত হয়ে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। এর দ্বারা সমাজের মানবিক দিকটি ক্রমশ অবলুপ্ত হতে থাকে । কবির মতে নেশনের আধুনিক ও যান্ত্রিক যৌক্তিকতার মধ্যে মানুষ প্রতিদিন নিজের স্বাধীনতা ও মানবিকতার বিসর্জন দিচ্ছে এবং নিজে নেশনের যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে । রবীন্দ্রনাথ তাঁর *Nationalism* এ বলেছেন ,"যখন সংগঠনরূপী ইঞ্জিন বিশাল আকার গ্রহন করে এবং যন্ত্রকুশলীরা যন্ত্রের অংশ বিশেষে পরিণত হয়, তখন ব্যক্তিমানুষ শূণ্যে বিলীন হয়ে যায়। আর অন্য সবকিছুই যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত মানব-অংশের দ্বারা উদ্ভাবিত নীতি বিপ্লব হিসাবে গণ্য হয় এবং তখন মমতাময় পরদুঃখকাতরতার দংশন বা কোন নৈতিক দায় থাকে না" (ঠাকুর, জাতীয়তাবাদ 65)।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখা ও ভাবনা থেকে এটি প্রকাশ পায় যে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি মনে করতেন জাতিয়তাবাদী চিন্তার মধ্যেই ক্ষমতা, আধিপত্য ও সংগ্রামের বীজ লুকিয়ে আছে, যা মানবজাতি ও সমাজব্যবস্থায় ভিন্নতা সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আহত করে। তাই তিনি পশ্চিমী উগ্র জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এইরূপ জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হল রাজনীতি ও বানিজ্য, যা হয়ত মানবজাতিকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে, ক্ষমতায় বলীয়ান করতে পারে, কিন্তু সামাজিক জীব হিসাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মানুষের আত্মপ্রকাশের পথকে অবরুদ্ধ করে। মানুষ লোভ ও ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়। তার ফলে সমাজের অভ্যন্তরস্থ নৈতিকতা, আদর্শ, মানুষের মধ্যেকার পারস্পরিক সহযোগিতা ও মানবিকতাবোধের বিলুপ্তি ঘটে। কবির দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ স্বার্থকেন্দ্রিক মানুষের সম্মিলিত রূপ, যা কখনই মানবিক নয়, আত্মিক নয়। জাতীয়তাবাদ মানবিকতার প্রতি ভীতি প্রদর্শন এবং মানুষের নৈতিকতা, অনুভুতি ও ঐক্যবোধকে পদদলীত করে।

ঔপনিবেশিক কালে বিভিন্ন দার্শনিক ও সাহিত্যিকগণ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন । তাদের মধ্যে অন্নতম হলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ভিন্নতা ছিল। রবীন্দ্রনাথ যেমন মনে করতেন জাতীয়তাবাদ উগ্র দেশপ্রেমের নামে বিচ্ছিন্নতাকেই প্রশ্রয় দেয়, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তাবাদকে দেশভক্তির চরম আদর্শ হিসাবে মনে করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, রাজসিংহ,* প্রভৃতি উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙালি চেতনায় জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। তিনি দেশকে দেবীসত্তায় ভূষিত করেন এবং দেশমাতৃকার বন্দনা সঙ্গিত রূপে *বন্দেমাতরম* সৃষ্টি করেছেন, যা ছিল সেই সময় মুক্তি সংগ্রামের মহামন্ত্র। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে দেশপ্রেমকেই চূড়ান্ত হিসাবে দেখেছেন এবং দেশমাতৃকার মুক্তির সাধনায় সকলকে আত্মনিবেদন করতে বলেছিলেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিপরীত পথের পথিক। কবি দেশপ্রেমকে কখনই সর্বাগ্রে স্থান দেননি। তিনি বলেছিলেন দেশপ্রেম মানবিকতার উর্দ্ধে স্থান পায় না। তিনি ক্ষুদ্র দেশপ্রেমের পরিবর্তে আন্তর্জাতিকতাকে আহ্বান জানিইয়েছিলেন। তাঁর ঘরে বাইরে উপন্যাসের অন্নতম চরিত্র নিখিলেশ দেশকে সবার ওপরে বসিয়ে বন্দনা করতে চাননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু A.M. BOSE কে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন,"Patriotism cannot be our final spiritual shelter. I will not buy glass for the price of diamonds and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live" (Andrew). তিনি যতটা না ছিলেন উগ্র দেশপ্রেমিক, তার থেকে অনেক বেশী মানবতাবাদী।

নেশন সম্পর্কে প্রাথমিক চর্চায় রবীন্দ্রনাথ আরনেস্ট রেনাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হন এবং *নেশন কি* প্রবন্ধটি রচনা করেন,যা পরবর্তী সময়ে তাঁর *আত্মশক্তি* গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। কবি 'Nation' এর বাংলা প্রতিশব্দ 'জাতি' ব্যবহার করেননি। যেহেতু ইংরেজদের কাছ থেকে শব্দটা এসেছে, তাই তিনি ইংরাজি শব্দ 'Nation' এর বঙ্গানুবাদ না করে তা

অপরিবর্তিত রাখেন (ঠাকুর, নেশন কি? 3)। রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সামাজিক ও মানবিক দিক থেকে নেশনের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগসূত্র তৈরী করেছিলেন। তিনি সমাজকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন,যা ছিল তার আত্মশক্তির (self-help) মূল ভিত্তি। তাই কবিকে একপ্রকার প্রতিষ্ঠানবাদী (Communitarianism) বলা যায়। তিনি নেশনের আধুনিক ধারনাটি মেনে নিতে পারেননি। তবে তিনি নেশনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন তাও নয়। তিনি বলেছেন, " I am not against one nation in particular, but against the general idea of all nations" (Tagore 98).

রবীন্দ্রনাথ তাঁর *নেশন কি* প্রবন্ধে নেশন বলতে বুঝিয়েছেন 'সজীব সত্তা ও মানস পদার্থ' অর্থাৎ নেশন মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত এবং ইতিহাস থেকে জাত; তা কোন ভূখণ্ড, ভাষা ও ধর্মীয় ঐক্য গড়ে তোলার উপাদান নয়। নেশন একটি সজীব সত্তা, যা অতীতের স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং নিজেদের উত্তরাধিকারকে রক্ষা করে। অর্থাৎ কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে অতীতের গৌরব ও নিষ্ঠাকে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে বাহিত করার ও উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করার যে ঐকান্তিক ইচ্ছা ও সংকল্প কোন জনসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাজমান থাকে, তখনই নেশন গড়ে ওঠে। ভাষাগত, ভূখন্ডগত ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য থাকলেও যদি কোন জনসম্প্রদায় নিজেদের সুখ-দুঃখ ভাগ করে একত্রে বসবাস করার প্রয়াস দেখায়, সেটিই হল নেশন (ঠাকুর, নেশন কি? 6)। রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তিতে আরও বলেছেন যে মানুষের ইচ্ছার পরিবর্তন হতে পারে, তখন নেশনের সমাপ্তি ঘটবে।

তিনি ভারতবর্ষের সমাজে এইরূপ নেশন গড়ে তোলার কথা বলেছেন যা ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্য ও ভাবাবেগের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও সঞ্চালিত। এইরূপ নেশন গড়ে তুললে ভারতবর্ষ তার পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে। বর্তমানের সাথে অতীতের ভাবসূত্রকে মিলিয়ে একটি নতুন ভবিষ্যতকে সচেতন ভাবে আহ্বান করার সংকল্প গ্রহনের মধ্যেই তিনি ভারতবর্ষের নেশনের সন্ধান করেছেন (ঠাকুর, ভারতবর্ষীয় সমাজ 12)। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কবি এখানে রেনাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর *নেশন কি* ও *ভারতবর্ষীয় সমাজ* প্রবন্ধে নেশনকে আদর্শ হিসাবে দেখেছেন ও নেশনের ইতিবাচক চরিত্রটিকেই উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে *Nationalism* গ্রন্থে নেশন সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার পার্থক্য দেখা যায়। এখানে nationalism সম্পূর্ণ রূপে নেতিবাচক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কবি জাপান ও মার্কিন সফরে তিনটি ভাষন দেন, যেখানে জাতীয়তাবাদের নগ্ন রূপকেই তুলে ধরেছিলেন তিনি। তাঁর এই বক্তৃতার বিষদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁর *Nationalism* গ্রন্থে। আসলে প্রথম দিকে তিনি জাতীয়তাবাদকে যে কবিসুলভ ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছিলেন,পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে। তিনি ১৯০৪ সালে তাঁর স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে জাপানের গৌরবময় উত্থানকে চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। আবার সেই কবি যখন ১৯১৬ সালে জাপানে বক্তৃতা সফরে আসেন, সেখানে জাপানের আধুনিক প্রযুক্তির আড়ম্বড়তার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে পূরবের জাপান সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকারী সভ্যতায় পরিণত হয়েছে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের ডাকা বঙ্গভঙ্গের তীব্র বিরোধীতা করেছিলেন কবি।তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন জানান ,সেইসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রক্ষার্থে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী যখন বিদেশী দ্রব্য বয়কট আন্দোলনের ডাক দিলেন, কবি তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি সেই সময় নেশনকে 'Geographical Demon' বলে চিহ্নিত করেছেন। তাই জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে আন্তর্জাতিকতাকে তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন।

ভারতের জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে নেশন শব্দের উৎপত্তি ভারতবর্ষে নয়, ভারতবর্ষে নেশন ছিল না। ভারতীয়রা পশ্চিমের জাতীয়তাবাদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে, যা ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার প্রতিকূল। তাই তিনি ভারতীয়দের নিজ দেশের ইতিহাস স্মরণ করতে বলেছেন,যে ইতিহাস ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ ও ভিত্তি। অন্যের ইতিহাসকে ধার করে নিজ দেশের সভ্যতার বিকাশ ঘটালে তা আত্মহননের সমান হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "ইউরোপের একটা অতীত আছে। ইউরোপের শক্তি বা জোর তার নিজের ইতিহাসেই আছে। অন্য দেশের মানুষের ইতিহাস ধার করে এবং নিজেদের শ্বাসরোধ করার ছেস্তা করলে সেটা আত্মহননের সামিলই হবে,এমন ধারনা আমাদের ভারতবর্ষীয় মানুষদের তৈরী করতে হবে। নিজেদের জীবনের অধিগত নয় এমন কিছু বাইরে থেকে ধার করলে সে-বস্তু কেবল নিজের জীবনকে বিধ্বস্ত করতেই সাহায্য করে" (ঠাকুর, জাতীয়তাবাদ 90-91)। এই কারনে তিনি জাপানকে প্রবল ভাবে বিদ্ধ করেছিলেন। তিনি ১৯১৬ সালে জাপান সফরে গিয়ে সেখানে তাঁর বক্তৃতায় জাপানের সমালোচনা করে বলেন যে জাপানের একটা নিজস্ব ইতিহাস থাকা

সত্ত্বেও সে পশ্চিমের সভ্যতা ও পন্থা অনুসরন করে শক্তিশালী হয়েছে, যা তার সাময়িক উন্নয়ন ঘটালেও প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। জাপানের কথা স্মরণ করে তিনি ভারতীয়দের অকারণে পশ্চিমী সভ্যতাকে অনুসরণ করার পরিবর্তে নিজ দেশের সম্পদ, সংস্কৃতি ও উৎকর্ষকে কাজে লাগিয়ে দীপ্তমান হওয়ার কথা বলেছেন। তিনি পশ্চিমের কাছে যেমন ভারতবর্ষকে ভিক্ষার্থি রূপে দেখতে চাননি, তেমনি পশ্চিম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ স্বাধীনতাও চাননি। পশ্চিমের যা কিছু ভাল, মানবিক, তিনি তা গ্রহণ করতে বলেছেনে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বস্তুবাদী সম্পর্কের পরিবর্তে মানবিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধনের কথা বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ নেশনের বিরোধীতা করে স্বদেশী সমাজ গড়ে তুলতে বলেছেন। যে স্বদেশী সমাজ তৈরী হবে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, ভালবাসা দিয়ে। এপ্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর *রাবীন্দ্রিক নেশন কি?* প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নেশনের পরিবর্তে কবি সমাজ ও সামাজিক ঐক্যকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এই সমাজ হল স্বদেশী সমাজ, যা সমবেত আত্মশক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। স্বদেশী সমাজের সাথে প্রত্যেক মানুষের সম্পর্ক হবে ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন (চট্টোপাধ্যায় 86-88)।

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজের যে চিত্র তুলে ধরেছেন,তা ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থা থেকে পৃথক। " ভারতবর্ষে আমাদের সমস্যাটা ঠিক রাজনৈতিক নয়, সেটা সামাজিক" (ঠাকুর, জাতীয়তাবাদ 85)। এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে কবি বুঝিয়েছেন ভারতবর্ষে জাতিগত সমস্যা রয়েছে, কিন্তু তা ইউরোপের দেশগুলিতে নেই এবং ছিল না। সেইসব দেশগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যাপ্ত না থাকায় তারা রাজনৈতিক ও বানিজ্যিক দিক থেকে অগ্রসর হয়েছিল। ইউরোপীয়রা ছিল ঐক্যবদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী, যা তাদের অন্য লুণ্ঠন করতে ও শক্তি জুগিয়েছিল। কিন্তু ভারতের ইতিহাস তার থেকে অনেকটা পৃথক। কারণ ভারতীয়রা রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে কোনদিনই ঐক্যবদ্ধ নয় ও ইউরোপীয় দেশগুলির মত শক্তিশালী ছিলনা। তার অন্যতম কারণ হল ভারতে জাতিগত সমস্যা। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে জাতিগত ভিন্নতার মধ্যেও ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নানক, কবীর, চৈতন্য দেবের অবদানের উদাহরণ দিয়েছেন। এইভাবে তিনি ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর নয়, সামাজিক নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি এই দেশের প্রাচীন ইতিহাসকে স্মরণ করে সেই সময়ের মানুষের পারস্পরিক সঙঘবদ্ধতা ও 'এক জাতি সম্প্রদায়' এর কথা উল্লেখ করেছেন। কবি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরোধীতা করে আন্তর্জাতিকতার মহৎ আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে জনগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ ও লড়াইএ প্রবিষ্ট না হয়ে সহযোগীতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হবে। সেখানে থাকবেনা প্রতিযোগীতা , থাকবেনা জাতিগত ভেদাভেদ এবং থাকবেনা নেশন গড়ে তোলার নামে পরজাতির প্রতি অসহিষ্ণুতা। এইভাবে মানবতাবাদী কবি সবরকম জাতিগত সঙ্ঘাত ও বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী করেছেন পশ্চিমী সভ্যতাকে, যাদের মধ্যে রয়েছে জয় করার প্রবল ইচ্ছা এবং জাত্যাভিমান। এইকারণে তিনি তাঁর জাপানে জাতীয়তাবাদ প্রবন্ধে জাপানকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আধুনিক এই দেশ্টিকে দেখে বলেছিলেন, "জাপান পাশ্চাত্য থেকে তার খাদ্য আমদানি করেছে। কিন্তু তার প্রাণশক্তি আমদানি করেনি" (ঠাকুর, জাতীয়তাবাদ 37)। তাই তিনি ভারতবর্ষকে পশ্চিমের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং নিজেদের যা সম্পদ ও বিদ্যা আছে তা দিয়ে নিজেদের উৎকর্ষতা গড়ে তোলার কথা বলেছেন। তবে তিনি পশ্চিমের থেকে ভারতকে বিচ্ছিন্ন থাকতে বলেননি। শুধু পশ্চিমের ভালো টুকু গ্রহণ করে তাদের সাথে সহাবস্থান গড়ে তোলার কথা বলেছেন।

জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ বিতর্কঃ ভারতবর্ষে বিংশ শতকের ইতিহাসে দু'জন মহান ব্যক্তিত্ব মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- তাদের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল, কিন্তু মতাদর্শের দিক থেকে ছিল ভিন্নতা। কবিগুরু গান্ধীজিকে 'মহাত্মা' বলে সম্বোধন করেন, অন্যদিকে গান্ধীজি তাকে বলতেন 'গুরুদেব'। পরস্পরের প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্ত স্বদেশ প্রেম ও জাতির মুক্তিকে গান্ধী যেভাবে দেখেছেন কবি সেইভাবে দেখেননি। তাই গান্ধীজির ডাকা অসহযোগ ও বয়কট আন্দোলনের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করেছিলেন কবি। C.F.Andrews কে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির বিভিন্ন আন্দোলন ও কর্মসূচির সমালোচনা করেছিলেন। "Gandhi was a nationalistic and Tagore argues that nationalistic is always selfish and leads to moral pervasion. The burning of foreign cloths is selfish nationalism. While Gandhi argues that anyone who is not nationalist does not become an internationalist. Not only Tagore, their mutual friend C. F. Andrews also criticised Gandhi on behalf of word foreign. They both thought that it created hate chaos among the people" (Haq).

রবীন্দ্রনাথ বিদেশী বস্ত্র জ্বালিয়ে দেওয়া ও চরকায় সুতো কাটার বিরোধী ছিলেন। কবির মনে হয়েছে এই ধরনের স্বদেশী কর্মপ্রক্রিয়া ভারতীয় অর্থনীতিকে পশ্চাদ্মুখী করে তুলবে এবং বিশ্বের দরবারে ভারতকে আরও বিচ্ছিন্ন করে রাখবে। গান্ধীজি রবি ঠাকুরের এইরূপ চিন্তাধারার বিরোধীতা করে চরকা ও খাদি সম্পর্কে যুক্তিবাদী বক্তব্য রেখেছিলেন তাঁর *Young India* পত্রিকায়। "It was our love of foreign cloth that ousted the wheel from its position of dignity. Therefore, I consider it a sin to wear foreign cloth. I must confess I do not draw a sharp or any distinction between economics and ethics" (Gandhi). পার্থ চ্যাটার্জী তাঁর *রাবীন্দ্রিক নেশন কি?* প্রবন্ধে আশিস নন্দীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন," রবীন্দ্রনাথ ভারতসভ্যতার উচ্চমার্গীয় সংস্কৃতির আদর্শ অবলম্বন করে নেশনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আর গান্ধী নিম্নকোটির লোকধর্মের আদর্শে অবিচল থেকে জাতীয়তার রাজনীতির মধ্যে নেশনের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু দুজনেই পৌঁছেছিলেন একই গন্তব্যে- তা হলো স্টেট-বিরোধী এক মতাদর্শ যাতে স্বদেশপ্রেমের জায়গা আছে কিন্তু ন্যাশনালিজমের নেই" (চট্টোপাধ্যায় ৯৯)।

মূল্যায়নঃ রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ আত্মীক ঐক্যবোধ এবং সামাজিক,আধ্যাত্মিক ও নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা, যা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। তিনি যান্ত্রিক স্বার্থসর্বস্ব উগ্র দেশপ্রেমের কর্মপ্রক্রিয়ার তীব্র নিন্দা করে আন্তর্জাতিক মানব প্রেমের জয়গান করেছিলেন এবং পূর্ব ও পাশ্চাত্যের মিলনের কথা বলেছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সাথে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার একটি সেতু বন্ধনের কাজ করেছিলেন (রায় 209-210)।

রবীন্দ্রনাথ যে আন্তর্জাতিকতা ও মহামিলনের কথা বলেছিলেন এখন সমগ্র বিশ্বই সেই পথ অনুসরণ করছে। কিন্তু সবসময় তা মানবতার পথে নয়। কবি তাঁর সময়ে যে সাম্রাজ্যবাদের রূপ দেখেছিলেন, তা হয়ত একবিংশ শতকের পৃথিবীতে সেইভাবে আর নেই। কিন্তু ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্বায়নের ধ্বজা হাতে পরস্পরের সাথে ক্রমাগত প্রতিযোগীতা এবং সুক্ষ লড়াইএ অবতীর্ণ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী যুগে যে শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম ছিল, আধুনিক বিশ্ব রাজনীতিতেও সেই নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত আছে, তবে তা অন্য রূপে।

কবি অন্যের কাছ থেকে ধার করা বা অনুকরণ করা আধুনিক এবং যান্ত্রিক সভ্যতাকে প্রশ্রয় দেননি। পুঁজিবাদের মোড়কে চকচকে সভ্যতার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই তা তিনি *জাপানের জাতীয়তাবাদ* ও *পশ্চিমের জাতীয়তাবাদ* প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বিশ্ব রাজনীতিতে বিভিন্ন সময়ে পুঁজিবাদের নামে ও সমাজতন্ত্রের নামে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাষ্ট্রনীতির জয়লাভ হয়েছে ঠিকই , কিন্তু সেখানে সম্মিলিত মানবসভ্যতার ও মানবপ্রেমের জয়গান কেউ গায়নি। তাই কবিগুরু ছিলেন তৎকালীন সকল রাজনৈতিক মতাদর্শ ও নিয়মনীতির উর্দ্ধে। শুধুমাত্র নাগরিক কবি এবং একজন মানবতাবাদী হিসাবে পুঁজিতন্ত্র, যান্ত্রিক সভ্যতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন।

পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ও নেশন সম্পর্কে রবীন্দ্র ভাবনা ও দর্শনের ওপর বহু চর্চা ও গবেষণা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে । আধুনিক যুগে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের নেশন চিন্তাকে অমূলক এবং তাৎপর্যহীন মনে করেন। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে রাষ্ট্র যে শুধুমাত্র শোষণমূলোক ও অমানবিক তা বলা যায় না। তবে বিষয়টি ভীষণভাবে বিতর্কিত। বিশ্বের বহু রাষ্ট্র বর্তমানে জনকল্যাণকর কাজ করছে। গণতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্র শাসনের ভার শুধুমাত্র আর শাসকের হাতে নেই, তা জনগণের হাতে। জনগণই এখন শাসক নির্বাচন করে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ এইসব কিছু দেখে যাননি, তাই আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে কবির নেশন-ষ্টেটের ধারনা অনেকের কাছেই শুধুমাত্র আবেগ, তার বাস্তব মূল্য নেই। আন্তর্জাতিক আইন, প্রযুক্তি, রাজনীতি, বিশ্ব-অর্থনীতি ও সংস্কৃতি দ্বারা সমগ্র পৃথিবী এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। তাই এই সময়ে তাথাকথিত নেশন ও ন্যাশনালিজমের কোন গুরুত্ব নেই। সেই স্থান দখল করেছে পুঁজিবাদ বা মুক্ত বাজার ব্যবস্থা। তারাই আধুনিক যুগের ক্ষমতাতন্ত্রকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছে। এই ক্ষমতাতন্ত্র যে শুধুমাত্র মঙ্গল করছে বা শুধুমাত্র অমঙ্গল করছে, তা নয়। তাই আধুনিক রাষ্ট্রতন্ত্র অনেক বেশী জটিল, আপেক্ষিক ও সুকৌশলী (সেন 272)।

একথা ঠিক যে রবি ঠাকুর বিশ্বায়ন দেখেননি, কিন্তু সেই যুগে দাঁড়িয়ে তিনি যে সবটাই অমূলক ভেবেছিলেন তা নয়। কবি নেশনের পরিবর্তে সমাজকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যা উদারবাদী রাষ্ট্রের সিভিল সোসাইটি। মিনিমাল ষ্টেটের হাত ধরে রাষ্ট্রের পরিধি সংকুচিত হয়ে নাগরিক সমাজ অনেক বেশী ক্ষমতাশালী। তাই রবি ঠাকুর ব্যর্থ হননি। এখনও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি পাশ্চাত্যের উন্নত রাষ্ট্রগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আজও পৃথিবীতে সন্ত্রাস আছে, মৌলোবাদ আছে, আছে ভূখন্ড দখল ও বাণিজ্যিক যুদ্ধ। ৯/১১ এর ঘটনা, আফগানিস্থানের ওপর মার্কিন সেনার আক্রমণ, মুম্বই এ জঙ্গীহানা, কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্থানের

চিরকালীন লড়াই - এইসব কিছুই আধুনিক বর্বরতা ও মনুষ্যত্বহীনতার জলন্ত উদাহরণ। তাই আজও রাজনীতি আছে, মানবিকতা নেই। তাই রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করে বলা যায় এখানেই নেশন-ষ্টেট এবং পুঁজিতন্ত্রের ব্যর্থতা। তাই সমাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং রাষ্ট্রের মানবিকীকরণ ঘটিয়ে সেই সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোতে রবীন্দ্রনাথ আজও প্রাসঙ্গিক।

গ্রন্থপঞ্জি:

Andrew, Dutta Krishna and Robinson, ed. *Selected Letters of Rabindranath Tagore*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Bhattacharya, Sabyasachi. *The Mahatma and The Poet*. National Book Trust Of India, 1997.

Bhattachatrya, Sabyasachi. *Rabindranath Tagore: An Interpretation*. Gugaon: Penguin Random House India, 2011.

Gandhi, M. K. "The Great Sentinel." *Young India* 13 October 1921.

Haq, Inam Ul. "Gandhi and Tagore: A Critical Analysis." *Arts and Social Sciences Journal* 07.06 (2016).

Mukherjee, Subrata. *The Political Ideas of Rabindranath Tagore*. New Delhi: Rupa Publication India Pvt. Ltd., 2020.

Tagore, Rabindranath. "Nationalism in India." Tagore, Rabindranath. *Nationalism*. New Delhi: Finger Print Classic, 2020.

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ. "রাবীন্দ্রিক নেশন কি ?" *প্রজা ও তন্ত্র*. তৃতীয়. কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৬.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. *জাতীয়তাবাদ*. E d . অশোক ও ঘোষ, কৃত্যপ্রিয় মুখোপাধ্যায়. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১২/এ.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. "নেশন কি." *আত্মশক্তি*. n .d . <http://store.pothi.com/book/ebook>.

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. "ভারতবর্ষীয় সমাজ." *আত্মশক্তি*. n .d . <http://store.pothi.com/book/ebook>.

বসু, আশিস কুমার, e d . *রবীন্দ্রনাথের সমাজ ও রাষ্ট্রভাবনা*. বর্ধমান: এভেনেল প্রেস, ২০১৩.

রায়, অন্নদাশঙ্কর. *রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে*. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১১.

সেন, বিনায়ক. "জন্মভূমির ভিন্ন পাঠঃ নেশন বনাম নো-নেশন বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ ." *রবীন্দ্রনাথ, এই সময়ে*. E d . আনিসুজ্জামান. ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১২.